ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
****

স-৩০৪৫

আগরতলা, ২৯ নভেম্বর, ২০১৮

সরকারি সুযোগ সুবিধা গ্রামস্তরে বসবাসকারী শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পঞ্চায়েত সচিবদের নিতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

জাতীর জনক মহাত্মাগান্ধীর 'গ্রাম স্বরাজ'-এর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার কাজে পঞ্চায়েত সচিবদের মুখ্য ভুমিকা গ্রহন করতে হবে। আজ আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে পঞ্চায়েত সচিব, ভিলেজ সচিব ও রুরাল প্রোগ্রাম ম্যানেজারদের একদিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বক্তব্য রাখতেগিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। তিনি বলেন পঞ্চায়েত সচিবরা হলেন গ্রামের অভিবাবক এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রধান। সরকারী বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা গ্রামস্তরে বসবাসকারী শেষ ব্যাক্তি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব তাদেরকেই নিতে হবে। কারণ তারাই এক একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে সেখানে সুশাসন পৌঁছে দিতে পারেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা, প্রধানমন্ত্রী শৌচালয় যোজনা, প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী সৌভাগ্য যোজনা, গ্রাম স্বরাজ অভিযান ইত্যাদি যোজনা রূপায়ণের জন্য ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যাবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী সেই বিষয়ের উল্লেখ করে বলেন, গরীবদের জন্য চালু করা প্রকল্পগুলি যথাযথ রূপায়িত করার জন্য পঞ্চায়েত সচিবদেরই গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা নিতে হবে। বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণে তাদের অনুঘটকের কাজ করতে হবে। এজন্য পঞ্চায়েত সচিবদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ করার লক্ষ্যে একটি রূপরেখা তৈরী করে এগিয়ে যেতে হবে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে একটি রিপোর্টিং ফ্রেমওয়ার্ক তৈরী করবে। এই ফ্রেমওয়ার্ক-এর মাধ্যমে পঞ্চায়েত সচিবদের গ্রামের সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে প্রতি সপ্তাহে রিপোর্টে করতে হবে। এর মধ্যে দিয়ে উন্নয়নমূলক কাজ রূপায়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা আসবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজকল্যাণ, পানীয়জল, রাস্তাঘাট পরিকাঠামো ইত্যাদি যাবতীয় উন্নয়নমূলক কাজ সম্পর্কে এই সাপ্তাহিক রির্পোটে উল্লেখ থাকবে। ব্লকস্তর থেকে জেলা, মুখ্যসচিব পর্যন্ত এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়েও এই রিপোর্ট পাঠাতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার গরীবদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি রূপায়ন করার পাশাপাশি রাজ্য সরকারও রাজ্যের প্রতিটি ঘরে ঘরে পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে 'অটল জলধারা' নামে একটি যোজনা চালু করেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই সকল প্রকল্প ও যোজনাগুলি লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে রূপায়ন করে মানুষের কাছে এর সুফল পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পঞ্চায়েত সচিবদেরও নিতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রেও পঞ্চায়েত সচিবরা গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা নিতে পারেন। এক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসন থেকে গ্রামস্তরে প্রতিনিয়ত টহলদারীর জন্য বিট অফিসার নিয়োগের নির্দেশের কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পঞ্চায়েত সচিবদের বিট অফিসারদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করতে হবে। এরফলে অপরাধ প্রবনতা কমবে এবং তৈরী হবে সুরক্ষিত ত্রিপুরা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পঞ্চায়েত সচিবরা নিজ গ্রামে কাজের জন্য দায়বদ্ধ।

*****২য় পাতায়*

ত্রিপুরাকে মডেল রাজ্য হিসাবে গড়ে তোলার জন্য রাজ্য সরকার যে লক্ষমাত্রা নিয়ে কাজ করছে পঞ্চায়েত সচিবদের এই কাজে মুখ্য ভুমিকা নিতে হবে।

কর্মশালায় উপমুখ্যমন্ত্রী তথা পঞ্চায়েত মন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, রাজ্যের সার্বিক উন্নতির জন্য পঞ্চায়েতকেই দায়িত্ব নিতে হবে। কারণ পঞ্চায়েতের মাধ্যমেই বিভিন্ন জনকল্যানমূলক প্রকল্পগুলি রূপায়িত হয়ে থাকে। তিনি বলেন, সঠিক সময়ে সঠিক ভাবে সঠিক সুবিধাভোগীকে সরকারী বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পৌছে দেওয়ার ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত সচিবদেরকেই দায়িত্ব নিতে হবে। উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, যেকোন কাজ করার ক্ষেত্রে সামাজিক সম্পদ তৈরী করার কথাও ভাবতে হবে। সামাজিক সম্পদ তৈরী না হলে গ্রামের মানুষের জীবনমান উন্নত হবেনা। মানুষের জীবনমান উন্নয়নে পঞ্চায়েত সচিবদের সক্রিয় ভাবে কাজ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মুখ্যসচিব এল কে গুপ্তা ও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গ্রামোন্নয়ন(পঞ্চায়েত) দপ্তরের প্রধান সচিব বি কে সাহু। এদিনের কর্মশালায় রাজ্যের সবকটি পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটি থেকে রুরাল প্রোগ্রাম ম্যানাজার, পঞ্চায়েত সচিব, ভিলেজ সচিবরা অংশ গ্রহন করেন। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক , অতিরিক্ত জেলাশাসক, বিভিন্ন ব্লকের বিডিও, পঞ্চায়েত দপ্তরের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকবৃন্দ। কর্মশালায় টেকনিক্যাল সেশনে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। পঞ্চায়েত দপ্তরের অধিকর্তা আর কে নোয়াতিয়া ও অন্যান্যরা রিসোর্সপার্সন হিসাবে কর্মশালায় আলোচনা করেন।

****